খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

নিউজলেটার

ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদকীয়

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর নিউজ লেটার ডিসেম্বর'২০ সংখ্যা এমন এক সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে যখন করোনাভাইরাস নিয়ে উৎকণ্ঠা, ভয় শেষ না হতেই সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় ঢেউয়ের কথা উঠছে। কেবল পশ্চিমা দেশেই নয়, বাংলাদেশেও দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান এসেছে সরকারের পক্ষ থেকেও। সে প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রেখেই সার্বিক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। আমরা জানি, দেশে ইতিমধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি সংকট বৃদ্ধির পাশপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। অপরদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রেই শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীব্যাপী এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল হচ্ছে ইউরোপ। এই অঞ্চলের দেশগুলোতে এমনও রেকর্ড হয়েছে, সাত দিনের ব্যবধানে আক্রান্ত হয়েছেন সাত লাখের বেশি মানুষ। সংক্রমণের হিসাবে এই সংখ্যা একটি রেকর্ডও বটে। তবে আশার কথা হলো, ভ্যাকসিন আবিষ্কারে আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। এক সময় ভ্যাকসিন আসবে এবং আমাদের রক্ষা করবে। কিন্তু এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। করোনা প্রতিরোধের পরীক্ষিত উত্তম পথ হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। আমাদের নিজেকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে দেশ ও সমাজকে। তাই আসুন আমরা নিজে নিজে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা রোধে প্রস্তুত হই, নিজে সতর্ক থাকি, অন্যকে সতর্ক রাখি।

সম্পাদনা পরিষদ
মহসিন আলী
কানিজ ফাতেমা
মাকসুদুর রহমান সজীব
পাপেল কুমার সাহা

তথ্য ও ছবি
নেটওয়ার্ক সচিবালয় ও জেলা কমিটি

যোগাযোগ
খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ সচিবালয়
২২/১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৫৮১৫১৬২০, ৪৮১১০১০৩
ই-মেইল: info.rtfbd@gmail.com
ওয়েব সাইট:
https://rtfbangladesh.org
ফেসবুক পেইজ:
https://www.facebook.com/RightToFoodBangladesh

‘সকলে মিলে উৎপাদন ও পুষ্টি নিশ্চিত করে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলি’ প্রতিপাদ্যে

বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২০ উদযাপন

বিগত ১৬-২০ অক্টোবর ২০২০ দেশব্যাপী ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ক্যাম্পেইন’ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১৯ অক্টোবর দেশব্যাপী ‘সকলে মিলে উৎপাদন ও পুষ্টি নিশ্চিত করে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খাদ্য অধিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও কোন কোন জেলায় মানব বন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২০ অক্টোবর ২০২০ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ‘টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত এই আলোচনা সভায় ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও পিকেএসএফ -এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আরিফুর রহমান অপু এবং সম্মানীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নাজনীন আহমেদ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। এতে আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম আজাদ, হেড অব প্রোগ্রাম, ইকো কোঅপারেশন বাংলাদেশ। সভায় আলোচনাপত্র পাঠ ও সঞ্চালনা করেন মহসিন আলী, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন। এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির তুলনায় উৎপাদন যথেষ্ট ভাল হলেও সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। রয়েছে মনিটরিং সমস্যা। সর্বোপরি সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে। আবার শুধু চাল দিয়েই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়না। এর সাথে থাকতে হবে মাছ, মাংস,ডিম, দুধ। করোনা একটি নতুন পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাতে আরো মানুষ দারিদ্র্যে পতিত হতে পারে বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে যেটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। দরিদ্র আর অতি দরিদ্র মানুষের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজ এখনও করতে পারিনি সেটি একটি বড় সমস্যা। খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হলে বছরব্যাপী দরিদ্র মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ ফুড প্যাকেজ অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, উন্নয়ন মানে রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ কালভার্টের কেবল উন্নয়ন নয়, উন্নয়ন মানে সামাজিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন আর মানবিক উন্নয়ন।

খসড়া খাদ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক কর্তৃক দিনাজপুর, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ী জেলা কমিটির উদ্যোগে খসড়া খাদ্য আইন প্রণয়ন নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক-এর জেলা কমিটির সভাপতি, অঙ্গ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত থেকে খসড়া খাদ্য আইন বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। নেটওয়ার্কের জেলার নেতৃবৃন্দ খসড়া খাদ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন আঙ্গিক যেমন: খাদ্যের উৎপাদন এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাপ্তি ও ভোগ; সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বর্তমান লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, উপকারভোগিসহ সার্বিক বিষয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম; খাদ্যনীতি, আমদানি রপ্তানি; খাদ্য উৎপাদন, বন্টন ও বাজারজাতকরণ; নিরাপদ খাদ্য আইন ও কর্তৃপক্ষ; কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়-এর সমন্বয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

সভায় খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক-এর জেলা কমিটির সভাপতি, অঙ্গ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত থেকে খসড়া খাদ্য আইন বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন

বাংলাদেশ গেজেট

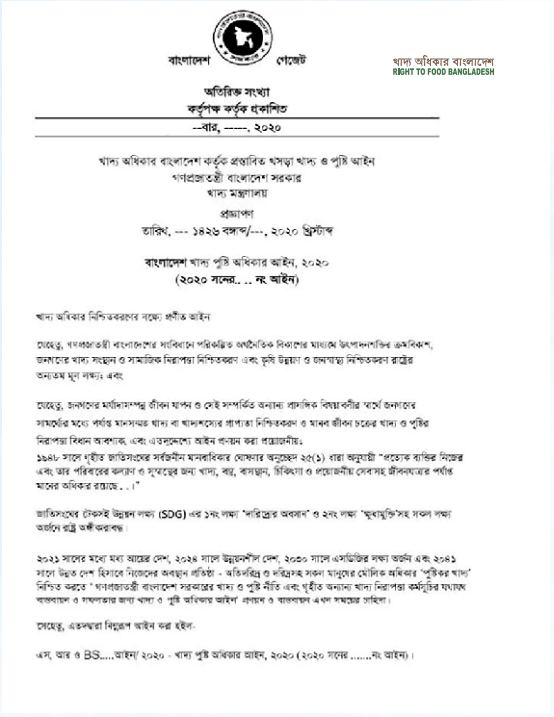

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

--বার, -----, ২০২০

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া খাদ্য ও পুষ্টি আইন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন
তারিখ, --- ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/---, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ খাদ্য পুষ্টি অধিকার আইন, ২০২০
(২০২০ সনের.. .. নং আইন)

খাদ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবিকাশ, জনগণের খাদ্য সংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য; এবং

যেহেতু, জনগণের মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন ও সেই সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর স্বার্থে জনগণের সামর্থ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত মানসম্মত খাদ্য বা খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও মানব জীবন চক্রের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান আবশ্যক, এবং এতদুদ্দেশ্যে আইন প্রনয়ন করা প্রয়োজনীয়;
১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫(১) ধারা অনুযায়ী "প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তার পরিবারের কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাসহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রয়েছে. . ।"

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এর ১নং লক্ষ্য 'দারিদ্র্যের অবসান' ও ২নং লক্ষ্য 'ক্ষুধামুক্তি'সহ সকল লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ, ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশ, ২০৩০ সালে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসাবে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা - অতিদরিদ্র ও দরিদ্রসহ সকল মানুষের মৌলিক অধিকার 'পুষ্টিকর খাদ্য' নিশ্চিত করতে ' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং গৃহীত অন্যান্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ও সফলতার জন্য খাদ্য ও 'পুষ্টি অধিকার আইন' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

এস, আর ও BS.....আইন/ ২০২০ - খাদ্য পুষ্টি অধিকার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ....নং আইন)।

দিনাজপুর

জয়পুরহাট

কুষ্টিয়া

রাজবাড়ী

জেলা পর্যায়ে খাদ্য দিবস উদযাপন

চট্টগ্রাম

বগুড়া

সিরাজগঞ্জ

মেহেরপুর

নরসিংদী

ঝিনাইদহ

দিনাজপুর

পিরোজপুর

কক্সবাজার

বরিশাল

পটুয়াখালী

সাতক্ষীরা

‘টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’

ভূমিকা

টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ে এমন এক সময়ে কথা বলা হচ্ছে, যখন করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার অব্যাহত থাকার পাশাপাশি ইউরোপ আমেরিকায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও শীত মৌসুমে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হতে পারে, সে প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রেখেই সার্বিক প্রস্তুতির কথা বলা হচ্ছে। আমরা জানি, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত, জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ আজ দিশেহারা বিশেষত: দেশের খেটে খাওয়া দিনমজুর, শ্রমজীবী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের জীবিকা। খাদ্য ও পুষ্টি সংকট বৃদ্ধির পাশপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। সবমিলিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রেই শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীব্যাপী এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক এ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘ বলছে, Time to build back better! & Our actions are our future. অর্থ্যাৎ ‘আমাদের বর্তমান কাজই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে, যা করার এখনই সময়’।

বিশ্ব খাদ্য দিবস-এর উদ্দেশ্য ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা

বিশ্ব খাদ্য দিবস পালনের উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে ১. কৃষিজাত খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উদ্দীপিত করা; ২. উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিশেষত: প্রযুক্তি সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা; ৩. গ্রামীণ জনগণের জীবনযাপন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে এরূপ কার্যাবলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের, বিশেষ করে নারী ও সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা; ৪. ক্ষুধা, পুষ্টিহীনতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতিকে শক্তিশালী করা। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) যৌথ উদ্যোগে গত বছরের ‘দ্য স্টেট অব ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০১৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বে প্রতি নয়জনের একজন ক্ষুধায় ভোগে। নভেল করোনা ভাইরাস এ পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, ‘এমনিতেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হিমশিম খাচ্ছে, করোনা মহামারী অবস্থা আরো ভয়াবহ করে দিয়েছে। এফএও-এর মহাপরিচালক Qu Dongyu বলেছেন, ‘ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এ বছর বিশ্বনেতাদের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে যা মোকাবেলার মাধ্যম হচ্ছে কৃষিখাতকে দৃঢ়করণ’।

বাংলাদেশও এ বাস্তবতার বাইরে নয়। আবহমানকাল থেকেই কৃষি আমাদের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কৃষি আমাদের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদান ছাড়াও কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি সহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের কাঁচামাল সরবারহ করে। সামগ্রিক অর্থে দারিদ্র্যহ্রাসকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে শর্করা (চাল, গম), আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম), স্নেহ পদার্থ

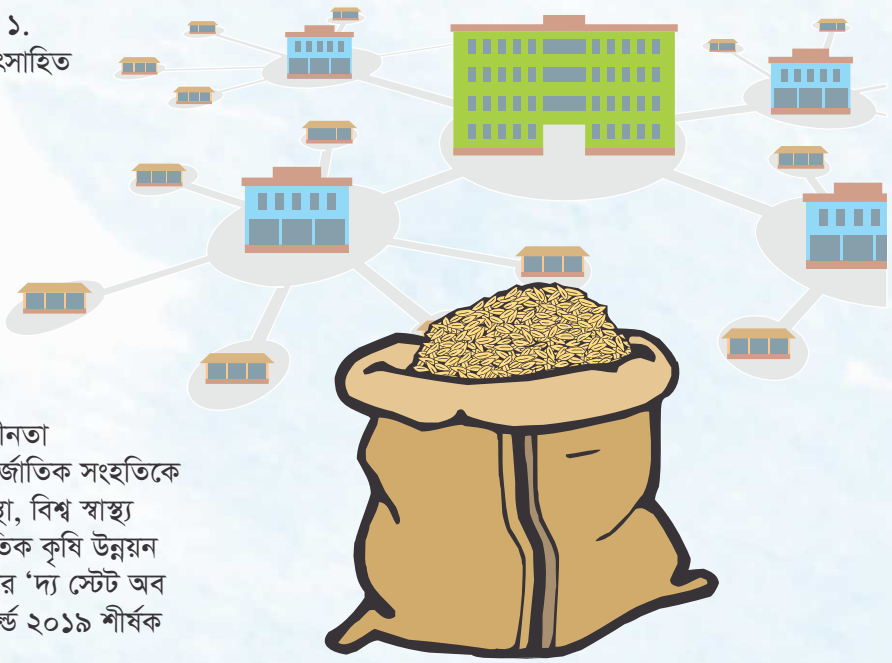

(ভোজ্যতেল, দুগ্ধজাতীয় খাবার) এবং পানীয় (চা)। তবে বাংলাদেশে খাদ্য বলতে সাধারণত চাল বা চাল থেকে তৈরি ভাতকে বোঝায়। স্বাধীনতার পর গত চার দশকের কিছুটা বেশি সময়ে আমাদের চাল উৎপাদনের পরিমাণ তিন গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে তিন কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে। দেশে প্রধান খাদ্য চাল উৎপাদনে বড় সমস্যা হলো প্রবৃদ্ধি হারে ধারাবাহিকতার অভাব। এক বছর প্রবৃদ্ধির হার ধনাত্মক হলে পরের বছর প্রবৃদ্ধির হার হয় নিম্নমুখী, না-হয় শূন্য বা ঋণাত্মক। সরকারি তথ্য এর সত্যতা প্রমাণ করে যেমন ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন দাঁড়ায় ৩ কোটি ৬২ লাখ ৭৯ হাজার টনে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চাল উৎপাদন দাঁড়ায় ৩ কোটি ৬৪ লাখ টনে। অর্থাৎ এ অর্থবছর চাল উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হারে হ্রাস ঘটে দাঁড়ায় কমবেশি ১ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে চালের মোট উৎপাদন দাড়াবে ৩ কোটি ৬০ লাখ টনে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় চার লাখ টন কম। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্মক। চাল বাদে অন্যান্য কৃষিপণ্য যথা ফল, ফুল, মসলা, আঁশজাতীয় খাদ্য, ডাল, ভুট্টা, আলু, সবজি ও তেলজাতীয় খাদ্য যথাক্রমে ১০২, ৯১, ৬৩, ৭৩, ৬১, ৪৮, ৩১, ২৮ এবং ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (বণিক বার্তা, ২৮ আগস্ট)। আমিষের প্রধান উৎস মাছে স্বনির্ভরতা অর্জনের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর পাশাপাশি আমিষের আরেক উৎস ডিম উৎপাদনেও দেশ স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে। কিন্তু এসব অগ্রগতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং সাথে বাড়তি দুর্যোগ হিসেবে আম্পান ও বন্যা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্ট অবস্থা এবং খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি

বিগত মে মাসে আম্পানের আঘাত এবং পরবর্তীতে জুলাই মাসে উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা বিভাগের মধ্যাঞ্চলে বন্যার ভয়াবহ প্রকোপ, যার ক্ষীণ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। অন্য যেকোন বছরের থেকে এবারের বন্যা পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। আবার ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলে মাঝে মাঝে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসাথে নদীভাঙ্গনও অব্যাহত আছে। ১ম পর্যায় (২৫ জুন হতে ০৯ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ১৪ জেলা) এবং ২য় পর্যায় (১১ জুলাই হতে ১৯ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ১২ জেলা) মোট ২৬ জেলার ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে বিভিন্ন মতামত আছে। তবে সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী-

- ১৩টি ফসলের প্রায় ১৫,৯০০০,০০০ হাজার হেক্টর জমি আক্রান্ত যার মধ্যে ৮৩ হাজার ৯১৮ হেক্টর জমি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- মোট ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের সংখ্যা ৩ লাখ ৪৪ হাজার জন।
- কয়েক লক্ষ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, গো খাদ্যের তীব্র সংকটে কৃষকদের অনেকেই কম দামে গরু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।
- ধান ডুবে যাওয়া, সবজি নষ্ট হওয়া এবং মাছ ভেসে যাওয়ায় সংশ্লিষ্টদের জীবিকার সংস্থান অবরুদ্ধ।
- বিগত কয়েক সপ্তাহ দেশব্যাপি চাল, পেঁয়াজ, সবজিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে আগামীতে দাম আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় সাধারণ মানুষ।

সর্বশেষ সুখবর হলো, ক্ষুধা দূর করার ধারাবাহিক সংগ্রামে বাংলাদেশ বৈশ্বিক সূচকে গত এক বছরে ১৩ ধাপ সামনে এগিয়েছে। সম্প্রতি গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সের (জিএইচআই) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের বিশ্ব ক্ষুধাসূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম, গত বছর যা ছিল ৮৮। যদিও ক্ষুধাসূচকে আমাদের ১৩ ধাপ অর্জন মহামারি শুরু হওয়ার আগেই ঘটেছে। তবুও করোনা মহামারিকালে এ অর্জন আমাদের উৎসাহ জোগায়। যদিও ক্ষুধার বৈশ্বিক সূচকের প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, আমাদের দেশে ক্ষুধার মাত্রা এখনো গুরুতর পর্যায়ে রয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্ষুধার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে ভেবে স্বস্তি পাওয়ার সুযোগ নেই। আমাদের আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, করোনা আক্রান্তের পর সরকারি-বেসরকারি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটির উপরে যেতে পারে। যেসকল মানুষ প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরি খাবার কিনতে পারে না বা খেতে পায় না তারাই দরিদ্র আবার এদের মধ্যে যারা ১৮১০ কিলোক্যালরি খাবার কিনতে পারে না বা খেতে পায় না তারা অতিদরিদ্র। অর্থাৎ এই সংখ্যক মানুষ এখনি প্রয়োজনীয় খাদ্য পাচ্ছে না। সবমিলিয়ে বর্তমানে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি:

- বছরের শুরু থেকে চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ধারাবাহিকতায় মোটাসহ সব ধরণের চালের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- আম্পান এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে দেশে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।
- ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকার সবজি, পেঁয়াজ, চিনি, সয়াবিন তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা শুরু হয়েছে।

- এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ নারী প্রজনন বয়সে রক্তশূন্যতায় ভোগেন এবং ৫০ শতাংশ নারী দীঘমেয়াদি শারীরিক দূর্বলতার শিকার হন। এর মূল কারণ পুষ্টিহীনতা। অপুষ্টিতে ভোগা এসব নারীর অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল সন্তানের জন্ম দেন।

দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি

- ক্রমাগতভাবে দারিদ্র্যের হার কমে আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স-বিবিএস এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০১৮ সালে দরিদ্রদের হার ২১.৮% অর্থ্যাৎ ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ যার মধ্যে ১ কোটি ৫৭ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র ১১.১৩। এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের হার কমলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যার হার প্রায় ৪ কোটি থেকেই যাচ্ছে। ২০১৯ সালে ডিসেম্বর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যাদের দারিদ্র্যসীমায় অবনমনের ঝুঁকি আছে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিবিএস এর সর্বশেষ মতামত অনুযায়ী ২০২০ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষ।
- বিগত জুন মাসে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর জরিপ অনুযায়ী করোনা মহামারিজনিত কারণে ৯৮.৩% দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কারো আয় হ্রাস পেয়েছে, কেউ চাকরি হারিয়েছে, দোকানপাট এবং ব্যবসা বন্ধসহ অনেকের আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধের মুখোমুখি হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে নগর ও গ্রামে প্রায় আরো ১.৫ কোটির বেশি মানুষ দরিদ্র্যাবস্থায় পতিত হয়েছে।
- বিগত আগস্ট মাসে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর গবেষণায় উঠে এসেছে, করোনাকালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ১৫ বছর আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে এই হার ছিল ৪০ শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, দেশের ৪০টি জেলার দারিদ্র্য হার জাতীয় হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে রাঙামাটি ও ময়মনসিংহ।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সুপারিশ

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, একদিকে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে অপরদিকে বেশীরভাগ খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রায় সকল খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহামারি আরও দীর্ঘস্থায়ী হলে এ বিষয়ে হয়তো বিশেষ খাদ্য - পুষ্টি কর্মসূচি নেওয়ার প্রয়োজন হবে। এ প্রেক্ষিতে দরিদ্র মানুষের জন্য যেমন সরকারের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন। পাশাপাশি সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার এখনই উপযুক্ত সময়। এ বিষয়ে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর সুপারিশমালা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নব-আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন পাওয়ার জন্য জরুরী যোগাযোগ এবং অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- কৃষকদের জন্য বরাদ্দ প্রণোদনা বাবদ ৫ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৭৮ হাজার কৃষককে ১৮৬৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ৮ আক্টোবর)। খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত বরাদ্দের টাকা বিতরণের পাশাপাশি নতুন করে অর্থ বরাদ্দ করা।
- করোনা, আম্পান ও বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য খাতে ছোট এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের সরকারের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আর্থিক প্রণোদনা নিশ্চিত করা (যার বেশীরভাগ তাদের কাছে পৌঁছায় নি) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে নতুন করে বিনিয়োগ করা।
- নগর ও গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপকারভোগীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করে আগামী ১ বছরের জন্য সংশ্লিষ্টদের রেশনিং এর মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে জরুরী খাদ্য নিশ্চিত করা।
- কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে এবং ভোক্তার বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মূল্য কমিশন গঠন করা।
- সরকারের এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অব্যবহৃত জমিতে খাদ্য উৎপাদনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ এবং যুব সমাজের প্লাটফর্ম ‘ইয়ুথ এসেম্বলি’ আয়োজিত

‘কোভিড-১৯ ও যুব সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক যুব সিম্পোজিয়াম

করোনা মহামারি সারা বিশ্বকে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইউরোপ-আমেরিকায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যুর হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমাদের দেশেও দ্বিতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিগত জুন মাসে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর জরিপ অনুযায়ী করোনা মহামারিজনিত সাধারণ ছুটিকালীন নগর ও গ্রামে আরো প্রায় ১.৫ কোটির বেশি মানুষ

দরিদ্র্যাবস্থায় পতিত হয়েছে। এ অবস্থায় দেশের নানা প্রান্তের যুবরা সাধারণ মানুষের কাছে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণা, খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য-সহায়ক উপকরণ বিতরণসহ নানা ধরনের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অনলাইনেও নানা কার্যক্রম নিয়ে তারা সক্রিয় ছিল। আসন্ন দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও যুবরা তাদের সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করবে এবং সরকারও তাদের কাজে লাগানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত যুবদেরকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসবে। এ প্রেক্ষাপটে গত ২৪ নভেম্বর, ২০২০ নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং প্রতিনিধিদের সম্মিলিত জোট ‘খাদ্য অধিকার

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক' এবং যুব সমাজের প্লাটফর্ম 'ইয়ুথ এসেম্বলি' আয়োজিত 'কোভিড-১৯ ও যুব সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক যুব সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' ও 'পিকেএসএফ'-এর চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী'র সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ও দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ। সম্মানীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিসিও কোঅপারেশনের হেড অব প্রোগ্রাম (দক্ষিণ এশিয়া) মো. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য অধিকার বাংলাদেশের সমন্বয়কারী কানিজ ফাতেমা এবং ইয়ুথ এসেম্বলির কনভেনর নাজমা সুলতানা লিলি বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যুক্ত খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও ইয়ুথ এসেম্বলির প্রতিনিধিদের মধ্যে জায়েদ ইকবাল, নাজের হোসেন, মেহেদী হাসান বাপ্পী, নাঈমা সুলতানা, রবিউল ইসলাম, হাজেরা সুলতানা প্রমুখ তাদের মতামত তুলে ধরেন।

এ আলোচনার উদ্যোগকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে প্রধান অতিথি মোঃ আখতার হোসেন বলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৭১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৮৪টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত ৬২লক্ষ যুবদের এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়ে বেশিরভাগ যুবরা সফল খামারিতে পরিণত হয়েছে। করোনার কারণে খেলাধূলাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ এ বছর স্থগিত করা হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয় অনলাইন প্লাটফরমে এসব প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করোনাকালে স্বেচ্ছাসেবায় ভূমিকা রাখার জন্য যুবদেরকে '**শেখ হাসিনা ভলিন্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড**' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুবদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে 'যুব ব্র্যান্ড' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান হারিয়ে যারা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে, তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। এরকম নানামুখী উদ্যোগের ফলে যুবরা আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি খাদ্য অধিকার বাংলাদেশের আন্দোলনে সহযোগিতা করবেন বলেও আশ্বাস দেন। সিম্পোজিয়ামের সভাপতি **ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ** বলেন, যুবদের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং সার্বিকভাবে যুব উন্নয়নে যুব মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগকে আরো বেগবান করতে হবে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নের দিকেও নজর দিতে হবে। করোনা মোকাবেলায় যুবদের উদ্যোগগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এসব কাজে সরকারি-বেসরকারি-ব্যক্তি, সকল উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।

প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে মহসিন আলী বলেন, সংকট মোকাবিলায় তরুণরা এগিয়ে এলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ববোধ, সৃজনশীলতা ও কর্মস্পৃহাকে জাগিয়ে দেশের কাণ্ডারি হিসাবে মৌলিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সরকার, নীতি-নির্ধারক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, মিডিয়াসহ সংশ্লিষ্ট সকলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' ও 'ইয়ুথ এসেম্বলি'-এর পক্ষে যেসব সুপারিশমালা তুলে ধরেন সেগুলো হলো: ▪ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য বিশেষ করে মাস্ক ব্যবহার ও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা; ▪ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা; ▪ কোভিড-১৯ এর প্রভাবে যে সকল যুব কাজ হারিয়েছে তাদের কর্মসংস্থান এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে খন্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা করা; ▪ যুব উদ্যোক্তাদের (যাদের ছোট ব্যবসা ও এন্টারপ্রাইজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করা; ▪ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কৃষি খাতে প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করা।

‘করোনাকালে দারিদ্র্য ও খাদ্য অধিকার বিষয়ে টিভি টক শো

করোনাকালে দারিদ্র্য ও খাদ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ সম্পাদক মহসিন আলী, বিআইডিএস- এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ এবং ইকো কোঅপারেশন-এর হেড অব প্রোগ্রাম আবুল কালাম আজাদ। সঞ্চালনা করেন এনটিভি-র হেড অফ নিউজ এবং ক্যারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জহিরুল আলম।

‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ এর জাতীয় কমিটির সভা

১৭ ডিসেম্বর ২০২০, সকাল ১০.৩০ মি. অনলাইনে খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর জাতীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। ভাইস-চেয়ারম্যান সহ সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বিভাগীয় প্রতিনিধিসহ জাতীয় কমিটির সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক, মহসিন আলী সূচি অনুযায়ী আলোচনা উপস্থাপন করেন। পারস্পারিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আলোচ্যসূচি ধরে বিগত ৪ মার্চ, ২০২০ অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন, আলোচনা ও অনুমোদন, জাতীয় কমিটির সদস্য ও সিলেট বিভাগীয় প্রতিনিধি আইডয়া-এর নির্বাহী পরিচালক নাজমুল হক-এর স্ত্রী সাহেদা রহমান চৌধুরী, বগুড়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও পিইএসডি -এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মাহফুজ আরা মিভা এবং জাতীয় কমিটির সদস্য ও রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধি, রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি এবং বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টা (বিইউপি)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফয়েজুল্লাহ চৌধুরীর -এর সহধর্মিনী রোকসানা পারভীন’র মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ; ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় খাদ্য পুষ্টি অধিকার সম্মেলন পরবর্তী বাস্তবায়িত ‘খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন’-এর কর্মসূচি উপস্থাপন, আলোচনা ও অনুমোদন; বিগত ১০ আগস্ট ২০২০ সরকার কর্তৃক গৃহীত ‘জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০’-এর পর্যালোচনা সাপেক্ষে নেটওয়ার্কের অবস্থান নির্ধারণ; ‘খসড়া খাদ্য অধিকার আইন’ নিয়ে আলোচনা; ২০২১ সালে ‘খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন’ পরিকল্পনা; ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহসহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।